গাংনীর তিন ইউপিতে ৬ মাসেও গঠন হয়নি প্যানেল চেয়ারম্যান

নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া, কাজিপুর ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়নি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ও প্যানেল ঠিক করে দেয়নি। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন, তা সুনির্দিষ্ট নেই এই ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে। তবে, চেয়ারম্যানরা বলেছেন সামনের সপ্তাহের মধ্যেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করে নেবো।

একাধিক সাধারন সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যপদর (মেম্বর) অভিযোগ, চেয়ারম্যানরা চান না, এ কারণে চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। তবে, কয়েকজন চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, মেম্বররা কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাবও করেননি। যে কারণে এই নির্বাচন করা হয়নি।

সাহারবাটি ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের একাধিক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পরিষদের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান নিজে এককভাবে নেন। মেম্বরদের তেমন কিছু বলার থাকে না। অনেকে ইচ্ছা করেই চুপ থাকেন।
চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করার জন্য চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করে রাখা হয়। এই প্যানেলটি তিন সদস্যের এই প্যানেল নির্বাচনের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬১ নং আইনের (১) উপধারায় বলা আছে পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল, সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন। তবে তিন সদস্যের গঠিত চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্যে একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য থাকতে হবে।

চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত না হলে সরকার চেয়ারম্যান প্যানেল মনোনীত করবে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা অনুপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুজনিত কারণে চেয়ারম্যান পদ

শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান প্যানেলের কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন।

গত বছরের ২৮ নভেম্বর গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সাহারবাটি ইউনিয়নে মশিউর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়নে মু. আলম হুসাইন ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এসব চেয়ারম্যান সদস্যগণ, শপথ নেওয়ার পর নিজ নিজ পরিষদের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।
কাজিপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো: সাইদুর রহমান জানান, চলতি বছরের ১ জানুয়ারী কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এযাবৎ পর্যন্ত আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হয়নি। আমাদের পরিষদের কয়েক জন মেম্বর বার বার চেয়ারম্যানকে বলেছেন। চেয়ারম্যান আলম হুসাইন চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করেন নি।

একই ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য আজিজুল হক বলেন, মেম্বররা চেয়ারম্যানকে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রায় ৬ মাস হয়ে গেলেও এই প্যানেল এখনও গঠণ হয়নি।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য ফেরদৌসী খাতুন জানান, চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের চেয়ারম্যান প্যানেল গঠণ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তা জানিনা।

একই ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আমরা মেম্বররা অনেকবার বলেছি। কিন্তু চেয়ারম্যান সেটা আজও করেনি। আমরা বিষয়টি ইউএনও কেও জানিয়েছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।
সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বলেন, কয়েক দিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে চেয়ারমান প্যানেল নির্বাচন করার। ২২ তারিখে ঢাকাতে মিটিং শেষ করে এসেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বচান করে নিবো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস বলেন, চেয়ারম্যান প্যানেল এখনো করা হয়নি। তবে, সামনে সপ্তাহের মধ্যেই চেয়ারম্যান প্যানেল করে ফেলবো। আমার ছেলে অসুস্থ থাকার কারণে, আমি খুব বেশী মনোনিবেশ করতে পারিনি বিষয়টি নিয়ে।
কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনকে প্রশ্ন করা

হলে তিনি অকপটেই শিকার করে বলেন “এটা করা হয়নি”। চেয়ারম্যান প্যানেল বাধ্যবাধকতা আছে তাহলে আপনি করেননি কেনো এমন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি তিনি। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেই চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করা হবে বলেও জানালেন তিনি। তবে কবে নাগাদ চেয়ারম্যান প্যানেল করা হবে সে তারিখও জানাতে পারেননি তিনি।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) মেহেরপুর জেলার সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন,স্থানীয় সরকার আইন করা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাকে সম্মানিত করার জন্যই। শপথ নেওয়ার পর একজন চেয়ারম্যানকে অবশ্যই আইন অনুসরণ করতে হবে। প্যানেল নির্বাচন না করে আইন অমান্য হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, আমি এসব চেয়ারম্যানদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আনুমানিক ২ মাস আগে চিঠি দিয়েছি। চেয়ারম্যান প্যানেল গঠণ করে তাদের রেজুলেশন কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেটা দেইনি তারা। এরপর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে ওই চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে।

মেহেরপুরে পাঁচ মাসে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ৫১ মামলা, আটক ৯০

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বেপরোয়া উঠেছে মাদক কারবারীরা। ভারত সীমান্ত পেরিয়ে বানের পানির মত বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য আসছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। বিশেষ করে গাংনী উপজেলার খাঁসমহল, রংমহল, সহড়াতলা, কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তগুলো মাদক পাচারের নিরাপদ ঘাটিতে পরিণত হয়েছে।

বিজিবি ও বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাদক কারবারীরা গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, মদসহ নানা ধরণের মাদক আনছেন।
তবে, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের কঠোর অভিযানের ফলে জেলাসহ গাংনী

উপজেলার অধিকাংশ মাদকের স্পট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগ এখন কাজে লাগাচ্ছে সীমান্তবর্তী দুই দেশের মাদক ব্যবসায়ীরা।

মাদকসেবীরা এখন মাদক সেবন করতে মোটরসাইকেল এবং সিএনজিসহ নানা প্রকার যানবাহনে ছুটছে মেহেরপুরের বিভিন্ন সীমান্তে।
এদিকে বিজিবি বলছে, প্রয়োজনীয় আলামত না থাকায় অধিকাংশ মাদক সেবনকারীদের আটক করতে পারছে না সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিজিবিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, মাদক সেবক ও কারবারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অবস্থান জিরো টলারেন্স। একটি মাদক কারবারীকেও ছাড় দেওয়া হবেনা। কারণ, মাদক সকল অপরাধের মুল কেন্দ্রবিন্দু।তিনি বলেন, সাড়ে পাঁচ মাসে গাংনী থানা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৬ কেজি গাঁজা, ১০৭১ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৮০০ পিচ ইয়াবা, ২০ বোতল ভারতীয় টাইগার মদ, ১৪ বোতল বিদেশী মদ ও এদেশীয় চোলায় মদ উদ্ধার করেছে।এসময় মাদকের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ৯০ জনকে আটক করা হয়েছে। মাদক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের সাড়ে পাঁচ মাসের ডিবি পুলিশের অভিযানে সাড়ে ৫ মাসে প্রায় সাড়ে ৬ কেজি গাঁজা, ৫৭৯ বোতল ফেনসিডিল, ৪০ গ্রাম হেরোইন, ৩৬০ পিচ ইয়াবা, ৩ বোতল ভারতীয় মদসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য উদ্ধার করে।

এসব মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪১ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া মাদক কান্ডে ৫০ জন আসামীকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে এখন আগের মতো যত্রতত্র আর মিলছে না মাদক। মাদকে সয়লাব ছিল যেসব স্পট সেখানে গিয়ে কাঙ্খিত মাদক না পেয়ে গাংনীসহ আশপাশের জেলার মাদকসেবীরা এখন মেহেরপুরের সীমান্তে এসে ভিড় জমাচ্ছে।

সীমান্ত রক্ষাবাহিনী বিজিবির দুর্বল নজরদারির সুযোগে এসব মাদক সেবনকারী মেহেরপুরসহ গাংনী উপজেলার সীমান্তে এসে মাদক সেবন করছে।

সূত্র জানায়, মাদকের সংকটের সুযোগে সীমান্তে দুই দেশের মাদক

ব্যবসায়ীরা এখন রমরমা মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজিবি এবং বিএসএফের টহলের ফাঁকে ফাঁকে এসব মাদক ব্যবসায়ী দুই দেশে আনাগোনা করছে এবং মাদক বেচাকেনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সীমান্তবর্তী বাড়িঘরগুলো এসব মাদক ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দিন-দুপুরে মাদক বহনের জন্য সীমান্তের গ্রামগুলোর শিশুদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় চিহ্নিত ‘স্পট’গুলোতে সন্ধ্যার পরই পাল্টাতে থাকে চিত্র। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব এলাকায় বাড়তে থাকে মাদকের বহর। সীমান্তের ওপাড় থেকে এপাড়ে মাদক চালানের অন্যতম ‘সহায়কের ভূমিকা’ পালন করে ‘লাইনম্যানরা। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন বাহনে গাংনীর সীমান্তে এসে মাদক সেবনকারীদের মাদক সেবন এখন চোখে পড়ার মতো।

বিজিবি সূত্র জানায়, মেহেরপুর জেলাসহ আশপাশের জেলা থেকে মোটরসাইকেলযোগে বিভিন্ন বয়সের তরুণ ও যুবক মাদক সেবন করতে মেহেরপুর সীমান্তে আসে মাদক সেবন করতে।
বিজিবি এবং পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক যুবককে আটক হয়। এছাড়া মাদক কারবারি এবং সেবনকারীদের আটক করতে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে প্রতিদিনই অভিযান চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১০ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ১০ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

রবিবার (১৯ জুন) দিবাগত রাতে আজ সোমবার (২০ জুন) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে।

আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৭ জন, সিআর মামলায় পরোয়ানাভূক্ত ২

জন ও জিআর মামলায় পরোয়ানাভূক্ত ১ জন গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৪ আসামী, সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামী এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ জন, জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলীর নেতৃৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযানে অংশ নেন। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২০ জুন) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৪২০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার ঝাঝাডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে ৪২০ বোতল ফেনসিডিলসহ রুহুল আমিন (৩০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের দিক নির্দেশনায় থানার এসআই তারিফুজ্জামান, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দিক ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামে।

এসময় গ্রামের জনৈক আ. কাদেরের বেগুন ক্ষেতের মধ্যে অভিযান পরিচালনাকালে ভুট্টার খড়ির মধ্যে হতে ৪২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার রুহুল আমিন দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের মৃত কাওছার মোল্লার ছেলে। ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ৪/৫ জনকে পলাতক

আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণে রোভিং সেমিনার অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় রোভিং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার শহিদ সরোওয়ার্দীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। সেমিনারটি পরিচালনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা।

মেহেরপুর পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র রিটনের আনন্দ র্যালী

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার

বিকেলে মিছিলটি মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অনুষ্ঠিত হয় এ আনন্দ মিছিল।

মিছিলটি কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বড়বাজার, হোটেল বাজার প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর জেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

রে, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আ্যড. ইয়ারুল ইসলাম জনসাধারণের মাঝে বক্তব্য রাখেন।

বিশাল বিজয় মিছিলে রং মেখে সকল শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী পৌরসভার মেয়রের বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীর বড় ভাই আবু বক্কর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

রবিবার বিকাল ৪.৫০ মিনিটের সময় উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে একটি ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই মারা যান তিনি। আবু বক্করের স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, বন্ধু ও গুনগ্রাহী রয়েছেন।

আবু বক্করের বড় ছেলে ও স্থানীয় হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মইনুল ইসলাম রতন জানান, আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত অসুস্থ ছিলেন।বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন স্থানে

চিকিৎসা করানো হচ্ছিল। নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার দাফন করা হবে বলে জানান তিনি।

ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের ফুফু’র ইন্তেকাল

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর ফুফু সাহিদা বেগম বার্ধক্যজনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহী রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৯০ বছর। সাহিদা বেগম মেহেরপুর ডিসি কোর্টের সাবেক অফিস সহকারী শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারনে মারা যান তিনি। সাহিদা বেগমের ৪ ছেলে ও মেয়ে, অসংখ্য নাতি নাতনি, আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

এদিকে সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর ফুফু সাহিদা বেগমের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ।

শত বছরের রাস্তা বন্ধ, অবরুদ্ধ

দুই পরিবার

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামে পেশী শক্তির খাটিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া পথ আটকিয়ে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে প্রতিপক্ষরা। অসহায় পরিবারের লোকজন এখন বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না।

অসহায় ওই পরিবারটি মেহেরপুর পুলিশ সুপার ও প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় প্রভাবশালীরা এবার তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই ভুক্তভোগী পারিবারটি।

তেরঘরিয়া গ্রামের বিলপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল কাদেরের নামের তিন বিঘা জমির মধ্যে ৬৬ শতক জমি নিয়ে চাচাত ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।

জানা গেছে, আব্দুল কাদেরের তিন ছেলে শিরাজ উদ্দীন, মিরাজ উদ্দীন ও আবুল কাশেম ২২ শতক করে জমির বন্টন পাবেন। হিসাব মতে, ৪৮৩ নং দাগে তিন ভাই ১৭ শতক করে ও ৪৮৪ নং দাগে প্রত্যকেই ৫ শতক করে জমির ভাগ বাটোয়ারা পাওয়ার কথা।

সিরাজ উদ্দীনের তিন ছেলে আব্দুল আলিম, ডাবলু রহমান ও টিপু হোসেন সাম্প্রতিক সময়ে তিনজনের সবটুকু জমির চারপাশে তারকাটা দিয়ে ঘীরে রেখেছেন। ওই জমির পাশ দিয়ে রাখা প্রায় শতবর্ষ বয়সী রাস্তাটি আটকিয়ে রেখেছেন তারা। ফলে মিরাজ আলী ও আবুল কাশেমের পরিবারের লোকজন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা নিত্য প্রয়োজনে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তির পথ ব্যবহার করতে না পেরে পাড়ার লোকের বাড়ির উপর দিয়ে বের হচ্ছেন। প্রতিপক্ষের পেশি শক্তির ভয়ে এখন অবরুদ্ধ ওই পরিবার দুটি অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা পেশি শক্তির ভয়ে প্রশাসনের কাছেও আসতে পারছেন না।

মিরাজ হোসেন জানান, আমার বাবার পৈত্রিক সম্পত্তির উপরের পথ ব্যবহার করতে পারছিনা। আমার ভাইয়ের ছেলেরা তারকাটা বেড়া দিয়ে আটকিয়ে দিয়েছে। আমি ও আমার একমাত্র ছেলে হেলাল তাদের কাছে অসহায়। তিনি জানান, ৪৮৩ নং দাগে ১৭ শতক এবং ৪৮৪ নং দাগে আমার নামে জমি রেজিষ্টি থাকলেও তারা আমার জমি সবটুকুই তারকাটা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে।

হেলাল উদ্দীন জানান, আমার মোটরসাইকেলটিও অন্যের বাড়িতে রেখে

আসছি। আমার চাচাত ভাই আব্দুল আলিম, ডাবলু রহমান ও টিপু হোসেন আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করে ঘিরে রেখেছেন। আমি কিছু বলতে গেলে তারা আমাদের বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দিচ্ছেন। এনিয়ে প্রশাসনের কাছে যাবেন বলে জানালেন তিনি।

এদিকে অভিযুক্ত আব্দুল আলিম, ডাবলু রহমান ও টিপু জানান, আমরা জমির উপর গাছ গাছালিতে আম কাঁঠাল আসলে আমার চাচা মিরাজ হোসেন ও চাচাত ভাই হেলাল উদ্দীন সব সময় ডিস্টার্ব করে। তাই জমিটি ঘিরে রেখেছি। সে পারলে প্রশাসনের কাছে গিয়ে আমাদের বেড়া তুলে দিক। ওর ক্ষমতা থাকলে প্রশাসন দিয়ে বা তার গায়ের জোর দিয়ে বেড়া তুলুক।

উজুলপুরও শোলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেকার ফাইনাল খেলাটি বন্ধ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলাকে কেন্দ্রকরে উজলপুর ও কামদেবপুর গ্রামের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাঘটেছে।

এতে উজুলপুর গ্রামের শিক্ষকও ছাত্রসহ কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। খেলাটিতে শোলমারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দল প্রতিপক্ষ উজুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২-০ গোলে পিছিয়েরাখে। খেলার মাত্র ৫ মিনিট বাকী থাকতে শুরু হয় বাকবিতন্ডা এক পর্যায়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়।

আহতদের মধ্যে উজুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তুষার আহম্মেদ, মনোহরপুরগ্রামের কলেজ ছাত্র আকাশ আহম্মেদ (২০), আকাশ হোসেন (১৮), উজুলপুর সরকারী প্রাথমিকবিদ্যালয়ের ছাত্র তানজিল হোসেন (১১), রিফাত হোসেন(১০) ও আব্দুল হালিম (৯)।আহতদেরমধ্যে আকাশ ও আকাশ আহম্মেদকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ও বাকীদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাদেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, কুতুবপুর ইউনিয়ন পর্যায়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবলটুর্ণামেন্টে ফাইনাল খেলায় উজুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শোলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে চলছিল। ইউনিয়ন পর্যায়ের এই ফাইনাল খেলাটি কামদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে চলছিল। খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে মাত্র ৫ মিনিট বাকী থাকতে একটি ফাউল ধরাকেকেন্দ্র করে উজুলপুর ও কামদেবপুর গ্রামের দর্শকদের মাঝে প্রথমে বাক বিতন্ডা ও পরে সংঘর্ষ ওধাওয়া পাল্টা শুরু হয়। এক পর্যায়ে উজুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দল খেলার মাঠ ছেড়ে চলে আসে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেশ রঞ্জন রায় বলেন, খেলাটি শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। খেলাপ্রায় শেষ সময় মাত্র ৫ মিনিট বাকি ছিল। এসময় বাইরের দর্শকদের মধ্যে থেকে সংঘর্ষের সৃষ্টিহয়। যেহেতু শোলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

তারপরেও বঙ্গমাতাশেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজক কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেভাবেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।